আল-আ'রাফ | Al-A'raf | ٱلْأَعْرَاف

আয়াতঃ ৭ : ৯৫

আরবি মূল আয়াত:

ثُمَّ بَدَّلنَا مَكَانَ السَّيِّئَةِ الحَسَنَةَ حَتّٰى عَفَوا وَّ قَالُوا قَد مَسَّ اٰبَآءَنَا الضَّرَّآءُ وَ السَّرَّآءُ فَاَخَذنٰهُم بَغتَةً وَّ هُم لَا يَشعُرُونَ ﴿۹۵﴾

অনুবাদসমূহ:

তারপর আমি মন্দ অবস্থাকে ভাল অবস্থা দ্বারা বদলে দিয়েছি। অবশেষে তারা প্রাচুর্য লাভ করেছে এবং বলেছে, ‘আমাদের বাপ-দাদাদেরকেও দুর্দশা ও আনন্দ স্পর্শ করেছে।’ অতঃপর আমি তাদেরকে হঠাৎ পাকড়াও করেছি এমনভাবে যে, তারা উপলব্ধিও করতে পারেনি। — আল-বায়ান

অতঃপর আমি দূরাবস্থাকে সচ্ছলতা দিয়ে বদলে দিলাম আর শেষ পর্যন্ত তারা প্রাচুর্যে বেড়ে গেল আর বলল, ‘আমাদের পিতৃপুরুষের উপরও এ রকম সুখ-দুঃখের দিন আসত।’ অতঃপর আমি তাদেরকে হঠাৎ পাকড়াও করলাম অথচ তারা টের করতেও পারল না। — তাইসিরুল

অতঃপর আমি তাদের দুরাবস্থাকে সুখ স্বাচ্ছন্দ্য দ্বারা পরিবর্তন করে দিয়েছি। অবশেষে তারা খুব প্রাচুর্যের অধিকারী হয়, আর তারা (অকৃতজ্ঞ স্বরে) বলেঃ আমাদের পূর্ব-পুরুষরাও এভাবে দুঃখ ভোগ করেছে। অতঃপর অকস্মাৎ আমি তাদেরকে পাকড়াও করলাম, কিন্তু তারা কিছুই বুঝতে পারলনা। — মুজিবুর রহমান

Then We exchanged in place of the bad [condition], good, until they increased [and prospered] and said, "Our fathers [also] were touched with hardship and ease." So We seized them suddenly while they did not perceive. — Sahih International

৯৫. তারপর আমরা অকল্যাণকে কল্যাণে পরিবর্তিত করি। অবশেষে তারা প্রাচুর্যের অধিকারী হয় এবং বলে, আমাদের পূর্বপুরুষরাও তো দুঃখ-সুখ ভোগ করেছে। অতঃপর হঠাৎ আমরা তাদেরকে পাকড়াও করি, এমনভাবে যে, তারা উপলব্ধিও করতে পারে না।(১)

(১) আয়াতের সারমর্ম এই যে, আল্লাহ্ তা'আলা তাদের থেকে দু'ধরণের পরীক্ষা নিয়েছেন। প্রথম পরীক্ষাটি নেয়া হয়েছে তাদেরকে দারিদ্র্য, ক্ষুধা এবং রোগ-ব্যাধির সম্মুখীন করে। তারা যখন তাতে অকৃতকার্য হয়, তখন দ্বিতীয় পরীক্ষাটি নেয়া হয় দারিদ্র, ক্ষুধা ও রোগ-ব্যাধির পরিবর্তে তাদের ধন-সম্পদের প্রবৃদ্ধি এবং সুস্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা দানের মাধ্যমে। তাতে তারা যথেষ্ট উন্নতি লাভ করে এবং তা অনেক গুণে বেড়ে যায়। এ পরীক্ষার উদ্দেশ্য ছিল যাতে তারা দুঃখ কষ্টের পরে সুখ ও সমৃদ্ধি প্রাপ্তির ফলে আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা স্বীকার করে এবং এভাবে যেন

আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত পথে ফিরে আসে।

কিন্তু কর্মবিমুখ, শৈথিল্য পরায়ণের দল তাতেও সতর্ক হয়নি; বরং বলতে শুরু করে দেয় যে, এটা কোন নতুন বিষয় নয়। সৎ কিংবা অসৎকর্মের পরিণতিও নয়; বরং প্রাকৃতিক নিয়মই তাই- কখনো সুখ, কখনো দুঃখ, কখনো রোগ, কখনো স্বাস্থ্য, কখনো দারিদ্র্য, কখনো স্বচ্ছলতা এমনই হয়ে থাকে। আমাদের পিতা-পিতামহ প্রমুখ পূর্ব-পুরুষদেরও এমনি সব অবস্থার সম্মুখীন হতে হয়েছে। এতে করে তারা তখনই নিপতিত হলো আকস্মিক আযাবের মধ্যে। অর্থাৎ তারা যখন উভয় পরীক্ষাতেই অকৃতকার্য হয়ে গেল এবং সতর্ক হল না, তখন আমি তাদেরকে আকস্মিক আযাবের মাধ্যমে ধরে ফেললাম এবং এ ব্যাপারে তাদের কোন খবরই ছিল না। [বাগভী; কুরতুবী ইবন কাসীর; ফাতহুল কাদীর]

তাফসীরে জাকারিয়া

(৯৫) অতঃপর আমি (তাদের) অকল্যাণকে কল্যাণ দ্বারা পরিবর্তিত করি, অবশেষে তারা প্রাচুর্যের অধিকারী হয় এবং বলে, ‘আমাদের পূর্বপুরুষগণও তো (অনুরূপ) সুখ-দুঃখ ভোগ করেছে।’ ফলে তাদেরকে আমি এমন অতর্কিতভাবে পাকড়াও করি যে, তারা টের পর্যন্ত পেল না।[1]

[1] যখন দুঃখ, কষ্ট ও দারিদ্র্য সত্ত্বেও তাদের মধ্যে আল্লাহর পথে ফিরে আসার কোন লক্ষণ দেখা গেল না, তখন আমি তাদের দারিদ্র্যকে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে ও অসুস্থতাকে সুস্থতায় পরিণত করি। যাতে তারা আল্লাহর কৃতজ্ঞতা করে, কিন্তু এতেও তাদের মধ্যে কোন পরিবর্তন এল না আর তারা বলল, এটা তো সব সময় হয়ে আসছে কখনো সুখ কখনো দুঃখ, কখনো সুস্থতা আবার কখনোও অসুস্থতা, কখনো দরিদ্রতা আবার কখনো সচ্ছলতা। অর্থাৎ, না দারিদ্র্য তাদের মাঝে কোন প্রভাব আনতে পারল, আর না স্বাচ্ছন্দ্য তাদের অবস্থার কোন পরিবর্তন ঘটাল। বরং তারা এগুলিকে প্রাকৃতিক আবর্তনই মনে করল এবং এর পিছনে আল্লাহর ইচ্ছা ও তাঁর কুদরতের কার্যকারিতাকে বুঝতে অসক্ষম হল, তখন আমি তাদেরকে হঠাৎ পাকড়াও করি। এ কারণেই হাদীসে মু’মিনদের অবস্থা এর বিপরীত বলা হয়েছে যে, তারা সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে আল্লাহর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে আর দুঃখ-কষ্টে সবর করে। এভাবে উভয় অবস্থাই তাদের জন্য মঙ্গল ও নেকীর কারণ হয়। (মুসলিম)

তাফসীরে আহসানুল বায়ান

Source — https://www.hadithbd.com/quran/link/?id=1049

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন